মোবাইল ফোন | যে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন

রিয়াদ জোবায়ের

মোবাইল ফোন আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর মধ্যে একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে দরকারি কাজ মেটাবার জন্যই সবাই মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তা কিন্তু নয়। অনেকে শখের বশে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকেন, তবে সামান্যতম দুর্ঘটনার জন্য বা অযত্নের সাথে ব্যবহারের জন্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার পছন্দের ফোনটি। তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের যেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেগুলো পাঠকদের উদ্দেশে নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

পানি থেকে নিরাপত্তা : আমাদের প্রত্যেকের জীবনধারণের জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রিক পণ্যের জন্য পানি খুবই ক্ষতিকর। কেননা পানি বেশ ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। যদি কোনো মোবাইল ফোন চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ করে পানিতে পড়ে যায়, তবে এর আইসিতে শর্টসার্কিট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে ফোনটি উদ্ধার করার পর যত দ্রুত সম্ভব তা বন্ধ করতে হবে। এরপর মোবাইল ফোনটির প্রত্যেকটি অংশ খুলে আলাদা আলাদা করতে হবে এবং ভালোভাবে মুছে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ফোনের ভেতরে যেনো পানি না জমে থাকে, এটি নিশ্চিত করার জন্য মোবাইল ফোন ভালোভাবে রোদে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে অথবা কৃত্রিমভাবে তাপ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর সব যন্ত্রাংশ ভালোভাবে লাগিয়ে ফোনসেট চালু করতে হবে।

ধুলাবালি থেকে নিরাপত্তা : মোবাইল ফোন ধুলাবালি ও ময়লা থেকে দূরে রাখতে হয়। ধুলাবালি থেকে মোবাইল ফোনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে এর আয়ু অনেক বেড়ে যায় স্বাভাবিক কারণে এবং অনেক ভালো পারফর্ম করে। ধুলাবালি থেকে দূরে রাখতে ফোন কাভার এবং স্ক্রিন পেপার ব্যবহার করা উচিত। মোবাইল ফোন পরিষ্কার করার জন্য কখনও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা দাগ পরিষ্কার করে এমন তরল পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা রাসায়নিক দ্রব্য মোবাইলের যন্ত্রাংশগুলো দ্রুত নষ্ট করে। এ ক্ষেত্রে কোনো সুতি কাপড় নিয়ে তা হালকা ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি দিয়ে মুছে ফেলতে হবে, তবে এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে পানি যেনো মোবাইল সেটের ইলেকট্রনিক সার্কিটে বা যন্ত্রাংশের সংস্পর্শে না আসে।

ফোন লক ও তথ্য নিরাপত্তা : অনেক সময় খুব সহজেই স্পর্শের মাধ্যমে টাচ মোবাইলের অনেক ফাইল ডিলিট হয়ে যায় কিংবা ফোন কল চলে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত কারও কাছে, যা গুরুত্বপূর্ণ ডাটা হারানোসহ অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন যেনো না হারিয়ে যায় সেজন্য মোবাইল ফোন ভালোভাবে লক করে রাখা উচিত। তাছাড়া ফোন কন্টাক্ট লিস্ট ও প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ব্যাকআপ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা উচিত। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষণ করে রাখার জন্য অ্যাপলের আই ক্লাউড, মাইক্রোসফটের স্কাই ড্রাইভ, গুগলের গুগল ড্রাইভ ও ড্রপবক্স রয়েছে।

ভাইরাস থেকে নিরাপত্তা : বর্তমানে মোবাইল ও কমপিউটার ডিভাইসে ভাইরাস এক আতঙ্কের বিষয়। সাধারণত ইন্টারনেটে অনিরাপদ ওয়েবসাইট থেকে ব্লুটুথ, ডাটা ক্যাবল বা মেমরি কার্ডের মাধ্যমে ডাটা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কোনো ভাইরাসযুক্ত ডিভাইসের সাথে মোবাইল ফোন সংযোগের মাধ্যমে ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। ভাইরাস আক্রমণ করলে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশনগুলো কাজ করে না, মোবাইল অনেক ধীরগতির হয়ে পড়ে, মোবাইল রিস্টার্ট নেয় এবং মেমরির অহেতুক কিছু জায়গা দখল করে থাকে। এজন্য মোবাইল ফোনের কনফিগারেশন অনুযায়ী অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা ভালো। অন্যদিকে কোনো ভাইরাসযুক্ত ডিভাইসের সাথে মোবাইল ফোনটি সংযুক্ত করা হচ্ছে কিনা, তা সতর্কতার সাথে দেখা উচিত।

যন্ত্রাংশের মেরামতের নিরাপত্তা : যেকোনো কারণেই মোবাইল ফোন নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা এর কোনো যন্ত্রাংশ কাজ নাও করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন সার্ভিস করাতে হয়। তবে কম টাকায় সার্ভিস সুবিধা নেয়ার জন্য যেখানে-সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সার্ভিস সেন্টারে মোবাইল ফোন ঠিক করতে দেয়া উচিত নয়। ফোনের পূর্ণ গ্যারান্টি ও ওয়ারেন্টি সুবিধা নিশ্চিত করতে এবং ফোনের যন্ত্রাংশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আপনার ফোনসেটের জন্য নির্ধারিত সার্ভিস সেন্টারে মেরামত করতে দেয়া উচিত।

ব্যাটারির সতর্কতা : মোবাইল ফোনের জন্য ব্যাটারি একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ। ব্যাটারির কম ব্যাকআপ দেয়া নিয়ে অনেকেই নানা সমস্যায় ভোগেন, তবে একটু যত্ন নিলেই মোবাইল ফোনের ব্যাটারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সার্ভিস পাওয়া সম্ভব।

বর্তমানে বেশিরভাগ মোবাইল ফোনে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের ব্যাটারির কয়েক দিন পরপর পূর্ণ ইলেকট্রন পরিবর্তন করা ভালো। সেদিক থেকে তিন থেকে চার দিন পরপর ফোনের চার্জ পূর্ণ শেষ করে ফোন বন্ধ অবস্থায় পুরোপুরি চার্জ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অনেক সময় কোথাও বেড়াতে গেলে বা কাজের মধ্যে খুব দ্রুত মোবাইলে চার্জ দিতে হয়। এজন্য বাজারে ট্রাভেল চার্জার পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে খুব দ্রুত চার্জ দেয়া সম্ভব। কিন্তু মোবাইলে দীর্ঘ সময় ধরে চার্জ দেয়া উচিত, এতে ব্যাটারির স্থায়িত্ব বাড়ে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, পূর্ণ চার্জ হওয়ার পরও যদি কিছুটা সময় মোবাইল ফোন বিদ্যুৎ সংযোগের সাথে যুক্ত রাখা হয়, তবে ব্যাটারির সার্ভিস তুলনামূলক ভালো পাওয়া যায়।

একই মোবাইল সেটে একাধিক সিমকার্ড ব্যবহার আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত একটি ব্যাপার। আর এজন্য মাঝে মাঝে ব্যাটারি খুলে সিমকার্ড পরিবর্তন করতে হয়। ঘনঘন ব্যাটারি খুললে ব্যাটারির ব্যাকআপ অনেক কমে যায়। এছাড়া বারবার ব্যাটারি খুললে ব্যাটারির জন্য নির্ধারিত জায়গা অনেক ঢিলা হয়ে যায় এবং ব্যাটারি ব্যাকআপ অনেক কম দেয়া শুরু করে। এজন্য ব্যাটারি যতটা কম খোলা যায় ততই ভালো।

যে এলাকায় নেটওয়ার্ক কানেকশন খুব একটা ভালো নয়, সেখানে তুলনামূলক ব্যাটারির চার্জ অনেক বেশি খরচ হয়। সে ক্ষেত্রে যদি নেটওয়ার্ক না থাকে তাহলে মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখাই ভালো। আর ব্যাটারি সেভারের জন্য ইন্টারনেট কানেকশন ওয়াই-ফাই হলে ব্যাটারির ওপর চাপ কম পড়ে।

প্রায়ই আমরা যেনতেনভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করি এবং যেখানে-সেখানে ফেলে রাখি, যা মোবাইল ফোনের জন্য বেশ ক্ষতির কারণ হতে পারে। ফলে মোবাইল ফোনসহ যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি কজ

ফিডব্যাক : riyadzubair@gmail.com